শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ

শ্রীপদ্মপুরাণীয়

শ্রীযোগসার-স্তোত্রম

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রণীতয়া

টীকয়া সম্বলিতম্

শ্রীনবদ্বীপস্থ-হরিবোল-কুটীরতঃ

শ্রীহরিদাস-দাসেনানূদিতং
সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

কৃষ্ণনগর-
শ্রীভাগবত-যন্ত্রে
মুদ্রিতম্

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত 'যোগসার-স্তোত্র' শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু-কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইলেন। ইহা শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ডে ১২৭ অধ্যায়ের অংশ-বিশেষ। [বঙ্গবাসী সংস্করণে ১২৮ অধ্যায় এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সংস্করণে ৮৯ অধ্যায়।] দেবদ্যুতি-মুনির মুখ-নির্গলিত এই স্তোত্রটি শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন এবং বিশুদ্ধা ভক্তি দান করিয়াছেন। এই স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করিলে প্রভূত ফল লাভ হয় — ইহা গ্রন্থশেষে ফলশ্রুতি-প্রকরণে কথিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ এই স্তোত্রের কঠিনাংশেরই টীকা করিয়াছেন। কাজেই গ্রন্থ-খানাকে বিভাগত্রয়ে সন্নিবিষ্ট করা হইল। (১) প্রারম্ভ, (২) স্তব ও (৩) ফলশ্রুতি। শ্রীল শ্রীজীব দুর্বোধ্য শব্দগুলিকে সহজ সুখবোধ্য করিয়া স্তবটির সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন; এইজন্যই শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীব-প্রভুর গ্রন্থ-গণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, — **"যোগসার-স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।"**

বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দিরের একখানি পুঁথির সাহায্যে এই স্তবটি সঙ্কলিত হইল। মুদ্রিত সংস্করণ-সমূহে বহু পাঠভেদ দৃষ্ট হওয়ায় টীকায় যে পাঠ ধৃত হইয়াছে, মূলে তাহাই দেওয়া হইয়াছে এবং টীকার অতিরিক্ত-স্থলে কোথাও বন্ধনী মধ্যে, কোথাও বা পাদ-টীকায় পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। দ্রষ্টব্য এই যে (ক) চিহ্নিত পাঠান্তর-সকল শ্রীপদ্মপুরাণের শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সংস্করণ অবলম্বনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কৃপাময় পাঠকগণ প্রকাশকের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া মূল-গ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিলেই কৃতার্থ হইব। ইতি

৪৫৭ গৌরাব্দ
শ্রীধাম-নবদ্বীপ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাসদাস

GAUDIYA MISSION GRANTHAGAR
A.C.C. NO.
CALCUTTA-3

ওঁ শ্রীগৌরায় নমঃ

যোগসার-স্তোত্রম্

Acc. No. 495
Coll No. 294.5512H
Date 30.5.92
B. G. M.

[প্রারম্ভঃ]

একদা মাসি বৈশাখে একাদশ্যাং মুদা (মহী-) মুনিঃ।
পূজাং কৃত্বা হরে রম্যাং বিচিত্রামকরোৎ স্তুতিম্ ॥ ১ ॥
তদৈব খগমারুহ্য দেবদেবো হরিঃ স্বয়ম্।
আজগাম পুরস্তস্য তয়া স্তুত্যাতিহর্ষিতঃ ॥ ২ ॥
তং দৃষ্ট্বা গরুড়ারূঢ়ং (প্রত্যক্ষং) প্রতাপ্রজ্জ্বলদচ্ছবিম্।
চতুর্ভুজং বিশালাক্ষং সর্বালঙ্কার-ভূষিতম্ ॥ ৩ ॥
উদ্ভূতপুলকো বিপ্রঃ সানন্দাশ্রু-লোচনঃ।
জগাম শিরসা ভূমৌ কৃতকৃত্যমনাস্তদা ॥ ৪ ॥
ন মমৌ তেন হর্ষেণ সব্রহ্মাণ্ডোদরেঽপি চ (হি)।
ন সস্মার নিজং দেহং ব্রহ্মীভূত ইবাভবৎ ॥ ৫ ॥
ততঃ সম্ভাবিতঃ প্রীত্যা হরিণা বৈষ্ণবো মুনিঃ।

হরিরুবাচ—

দেবদ্যুতে! বিজানামি মদ্ভক্তস্ত্বং মদাশ্রয়ঃ ॥ ৬ ॥
মন্ন্যস্তাখিলকর্মা হি মদ্ভাবো মন্মনাঃ সদা।
বরং ব্রূহি প্রসন্নোঽস্মি স্তোত্রেণানেন তেঽনঘ ॥ ৭ ॥

Accn No.........

(লোমশ উবাচ—)

ইতি শ্রুত্বা হরেৰ্বাক্যং প্রত্যুবাচ স তাপসঃ।

(দেবত্থাবিরুবাচ —)

দেবদেবারবিন্দাক্ষ স্বমায়াধৃত-বিগ্রহ ॥ ৮ ॥

ত্বদ্দর্শনাৎ সদা দেব দুর্লভো নাপরো বরঃ।

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

ত্বাং সাক্ষাৎ কর্তুমিচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ।

অহংমমেতি-'পাশা যে'(দেহস্য) মোহমূলাঃ শুভাশুভাঃ॥১০

সহেতুকাশ্চ নশ্যন্তে ত্বয়ি দৃষ্টে পরাবরে।

জন্মনঃ কর্মণো বুদ্ধেরাবির্ভূতং ফলং মম ॥ ১১ ॥

যদ্ দৃষ্টোহসি জগন্নাথ! প্রার্থয়ে কিমতঃপরম্।

ন বরার্থং হি দেবেশ! ত্বৎপাদকমলং হৃদি ॥ ১২ ॥

চিন্তয়াম্যনিশং ভক্ত্যা হৃদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।

ইমমেব বরং যাচে ত্বদ্‌ভক্তিরচলা মম ॥ ১৩ ॥

অস্তু বৈ কেবলা নাথ প্রার্থয়ে নাপরং বরম্।

(লোমশ উবাচ—)

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নবদনো হরিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা এবমস্ত্বিতি তং দ্বিজম্ (স্তু দ্বিজোত্তম)।

অন্যস্তে তপসঃ কশ্চিৎ প্রত্যূহো ন ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

এতচ্চ ত্বংকৃতং স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ।

তেষাং মদ্বিষয়া ভক্তিরচলা চ ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

ধর্মকার্য্যঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ সাঙ্গং সর্বং ভবিষ্যতি।

জ্ঞানে চ পরমা নিষ্ঠা তেষাং স্থাস্যতি সর্বদা ॥ ১৭ ॥

(লোমশ উবাচ—*)

ইত্যুক্ত্বা তং তিরোভূতো দেবদেবো জনার্দনঃ।
দেবত্বাতিস্তদারভ্য নারায়ণ-পরোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥

বেদনিধিরুবাচ *

মহর্ষেঽনুগৃহীতোঽস্মি কথয়া পাবনীকৃতঃ।
অনয়া বিষ্ণুসঙ্গিন্যা গঙ্গয়েবাঽমদ্য বৈ ॥ ১৯ ॥
কিং তৎ স্তোত্রং সমাখ্যাহি প্রসন্নো যেন মাধবঃ।
তস্যানঘস্য বিপ্রস্য মহৎ কৌতূহলং মম ॥ ২০ ॥
ত্বৎপ্রসাদাদহং বিপ্র মন্যে প্রাপ্তুং মনোরথম্।
মহতাং সঙ্গতিঃ কস্য মহত্ত্বায় ন কল্পতে ॥ ২১ ॥

* * * *

লোমশ উবাচ—†

কথয়ামি রহস্যং তজ্জপ্যং স্তোত্রমনুত্তমম্ (তে যজ্জপ্তং স্তোত্রমুত্তমম্)।
প্রাগ্ গৃহীতং সুপর্ণেন গরুড়াম্মম (ন্মি) চাগতম্ ॥ ২২ ॥
অধ্যাত্মগর্ভসারং তন্মহোদয়করং শুভম্।
সর্বপাপহরং বিপ্র (ভূপ!) আত্মজ্ঞানকরং § পরম্ ॥ ২৩ ॥

---

* দিলীপ উবাচ (ক)

* * কথয়স্ব প্রসাদেন বিষ্ণুস্তোত্রমনুত্তমম্।
যেন তুষ্টঃ স ভগবান্ দদৌ তস্য চ দর্শনম্ ॥ (ক)

† বশিষ্ঠ ··· (ক)

§ —স্বাত্মজ্ঞানকরং

যোগসার-স্তোত্রম্

[স্তবঃ । ৫

ওঁ নমো বাসুদেবায় বিশ্বরূপায় (নমো বিশ্বায়) চক্রিণে ।
ভক্তপ্রিয়ায় দেবায় (কৃষ্ণায়) জগন্নাথায় তে নমঃ * ॥
সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রৈব বৈ যতঃ ।
অতঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥
স্তোতা স্তুত্যঃ স্তুতিঃ সর্বং জগদ্ বিষ্ণুময়ং যদা ।
তদা সংস্তূয়সে † কেন ভক্তির্মোদকরী নৃণাম্ ॥ ১ ॥
যস্য দেবস্য নিঃশ্বাসাঃ বেদাঃ সাঙ্গাঃ স-সূত্রকাঃ ।
কা স্তুতিঃ প্রমুদে তস্য ভক্ত্যাহং মুখরোঽভবম্ ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিকৃতা টীকা

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ

বিচার্য্যার্থং পদে যস্থিতি (ং২) বক্ষ্যমাণাদস্য স্তোত্রস্যার্থঃ ক্রিয়তে। ওঁ নম ইত্যাদৌ। স্তোতেতি—লোকে ভজনীয়শ্চান্যঃ, ভক্তশ্চ ভিন্নঃ। তব ব্রহ্ম-স্বরূপত্বাদ্ ভিন্নাভিন্না স্তুতির্ন সংভবতি ॥ ১ ॥

যস্যেতি—সূত্রাণি বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নিরূপণার্থানি জৈমিনি-কর্ম্ম-মীমাংসা-সূত্রাণি বৈয়াসকানি তু ব্রহ্মমীমাংসা-সূত্রাণি। ব্রহ্মস্বরূপ-নিশ্চায়কত্বাভাবেন নিঃশ্বাসা ইব, যথা নিঃশ্বাসাঃ প্রযত্নং বিনা প্রবর্ত্তন্তে, তদভিন্নাশ্চ, তথা বেদাস্তত্তঃ ॥ ২ ॥

---

* শার্ঙ্গিণে ; † সংস্তূয়তে ।

* * * * *

বেদো ন বক্তি যং সাক্ষান্ন চ বাগ্ বক্তি (বেত্তি) নো মনঃ।
মদবিধস্ত্বাং (স্তং) কথং স্তৌতি ভক্তিযুক্তো ন কিং বদেৎ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মাদি-ব্রহ্ম-বিষ্ণুস্ত্বং ত্বমেব ব্রহ্মণো বপুঃ (সকলাশ্রয়ঃ)।
স্রষ্টা ব্রহ্ম নিদানং ত্বং শুদ্ধং ব্রহ্ম ত্বমেব চ ॥ ৪ ॥
কায়-কায়িযুগং যা চিদ্ ভিত্ত্বা স্পৃশতি কায়িনম্।
কায়দোষৈরনাঘ্রাতস্ত্বয়া ত্বং ভাসি যোগিনাম্ ॥ ৫ ॥

বেদো নেতি—যং পরমাত্মানং ত্বাং বেদোঽপ্যন্যপদার্থবৎ সাক্ষাদ্ বক্তুং ন শক্নোতি, কিন্তু 'অস্পর্শমরূপমব্যয়'মিতীতরব্যাবৃত্তিদ্বারেণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে'ত্যাদিষ্বপি সত্যাদি-শব্দেনাসত্যাদিব্যাবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। অতএব ঘটপটাদি-পদার্থবৎ সাক্ষান্ন বক্তি, কিন্তু নিদর্শন-প্রকারমাত্রং মনস্ত্যাগেনৈব তৎস্বরূপানুভব ইতি 'যতো বাচ' ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাদীতি—ব্রহ্মা আদির্যেষাং দেবানাং তেভ্যোঽপি ব্রহ্ম বৃহৎ বিষ্ণু-র্ব্যাপকঃ। অথবা ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাদাদিঃ। ত্বন্নাভি-কমলজন্মত্বাত্ত্বং ব্রহ্মত্বম্। বিষ্ণুশ্চ ত্বম্। বিষ্ণোর্দ্বিবিধং রূপম্; নির্গুণং, সগুণঞ্চ। তন্মধ্যে যদ্ ব্রহ্ম নির্গুণং রূপং তদপি ত্বং পরং ব্রহ্মণো বপুঃ স্বরূপম্। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ'মিতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। স্রষ্টৃত্ব-গুণযুক্তো ব্রহ্মা ত্বং সর্গাদিকারণং শুদ্ধং সর্বোদাসীনঃ পরমাত্মা চ ত্বমেব ॥ ৪ ॥

কায়েতি—কায়ো দেহঃ, কায়ী জীবঃ, তয়োর্মধ্যে অন্যোন্যাধ্যাস-রূপেণ বর্ত্তমানা যা চিৎ জ্ঞানমাত্ররূপা, সা চিৎ কায়ং ভিত্ত্বা কায়িনশ্চ কায়িস্বরূপ-মৌপাধিকং ভিত্ত্বা কায়-কায়িনো নির্বিশেষং চিন্মাত্ররূপং স্পৃশতি। কায়েষু

---

* * চক্রবদ্ ভ্রমতে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
অতস্ত্বং গীয়সে দেব চক্রপাণির্বিরায়ুধঃ ॥ (ক)

দেহভাবে ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নিজাত্মনি ।
সুখসন্দোহ-বুদ্ধির্যা সা ত্বং বিষ্ণো ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
মহদাদির্দ্বিধাভাবস্তথা বৈকারিকো গণঃ (বৈকারিকা গুণাঃ) ।
ত্বমেব নাথ তৎসর্ব্বং নানাত্বং মূঢ়কল্পনা ॥ ৭ ॥
কেশ-কেশব-রূপাভিঃ কল্পনা তিসৃভিস্তথা ।
ত্বমেকঃ কল্পসে ব্রহ্মন্ পুত্রাদিভিঃ পুমানিব ॥ ৮ ॥

বর্ত্তমানোঽপি যোঽন্তো দৈরাকাশবৎ কায়দোষৈরসংস্পৃষ্টঃ। তথা চিত্তা যোগিনাং ভাসীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দেহেতি—যা আনন্দ-সমূহ-বুদ্ধিঃ সা ত্বম । দেহভাবেত্যাদি—দেহভাবে অনাত্ম-স্বরূপে দেহে আত্মবুদ্ধির্নাস্তি, ততোঽত্যন্ত-বিলক্ষণত্বাৎ । নিজাত্মনি স্বস্বরূপে চিদাত্মনি নির্বিশেষে ন নিদ্রাতি তৎস্বরূপং সর্বদানুভবতি ॥ ৬ ॥

মহদাদিরিতি—মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকস্তু বিকারো, ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি সাংখ্যানাং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বপ্রক্রিয়া । তত্র সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি ; একাদশেন্দ্রিয়াণি—ইত্যুৎপত্তি-ক্রমঃ । তত্র মহচ্ছব্দেন বুদ্ধিরুচ্যতে, তস্যা ধর্মোঽহঙ্কারঃ । দেহেন্দ্রিয়েষ্বহং-কৃতয়ঃ । বুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়াণি মনশ্চেতি একাদশেন্দ্রিয়াণীতি । মনশ্চেতি একাদশেন্দ্রিয়াণীতি পৃথিব্যাদীনি পঞ্চমহাভূতানীতি ষোড়শকো গণো বিকার এব । মহদাদির্দ্বিধা প্রকারো ভাবঃ ষোড়শকো গণশ্চ ত্বমেবেত্যর্থঃ । নানাত্ব-মজ্ঞানাং কল্পনা । মহদাদি-সপ্তকস্য প্রকৃতিবিকৃতিরূপেণ দ্বৈবিধ্যম্ ॥ ৭ ॥

কেশেতি—কো ব্রহ্মা ঈশো রুদ্রঃ কেশবো বিষ্ণুঃ । 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র' ইতি শ্রুতেঃ পিতুরেব পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ নানাত্ব-কল্পনা যথা, তথা ব্রহ্মাদি-রূপেণ বিষ্ণোরেব নানাত্ব-কল্পনা ॥ ৮ ॥

নির্দোষং নির্গুণঞ্চৈকং চিদ্রূপমখিলং জগৎ।
কবীনাং ভাতি (যত্তত্ত্বং) যদ্‌ভানাত্তং বিষ্ণুং নৌমি নির্গুণম্ ॥ ৯ ॥
যস্মিন্ জ্ঞাতে ন কুর্বন্তি কর্ম চাপি শ্রুতীরিতম্।
নিরেষণা জগন্মিত্রং শুদ্ধং ব্রহ্ম নমামি তম্ ॥ ১০ ॥
কাময়ন্তে প্রজা নৈব এষণাভাঃ সমুত্থিতাঃ।
লোকমাত্মনি পশ্যন্তো যং বুদ্ধৈকচরা নরাঃ ॥ ১১ ॥
স্বং স্বেতরঞ্চ সন্মাত্রং যৎপ্রবোধাদুপাসতে।
যোগিনঃ সর্বভূতেষু সদ্রূপং নৌমি তং হরিম্ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মাহমিতি গায়ন্তি যং জ্ঞাত্বৈকং বরা জনাঃ।
পশ্যন্তো হি ত্বচা তুল্যং দেহং (দেবং) তং নৌমি মাধবম্ ॥ ১৩ ॥
মায়ামোহো বিচিত্রাভ(মায়য়া মোহবৈচিত্র্যং)স্তথাহংমমতা নৃণাম্।
বিলীয়তে বিদিত্বা যং নমস্তস্মা অমায়িনে ॥ ১৪ ॥

নির্দোষমিতি—কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ সাক্ষাৎকৃতাত্মতত্ত্বাস্তেষাং যস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য ভানাৎ প্রকাশাৎ অখিলং জগৎ সত্ত্বাদিদোষরহিতং শুক্লাদিগুণরহিতং চিদ্রূপমেকং ভাতি—তং বিষ্ণুং নৌমি ॥ ৯ ॥

যস্মিন্নিতি—অত্যন্তমন্তর্মুখত্বেন বাহ্যবিষয়সঙ্কল্পাভাবাৎ নির্গতাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণা যেষাম্ ॥ ১০ ॥

কাময়ন্ত ইতি—যং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা লোকমাত্মনি পশ্যন্তঃ ত্যক্তপুত্রদারাদিকা ন পুত্রাদীন্ কাময়ন্তে ॥ ১১ ॥

স্বমিতি—স্বেতরং যৎ স্বরূপং প্রবোধাৎ সর্বভূতেষ্বাত্মানং পরঞ্চ সন্মাত্রমুপাসতে, সদ্রূপং তং নৌমীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাহমিতি—ত্বচা তুল্যং সর্পকঞ্চুকবৎ ॥ ১৩ ॥

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাম্ ।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥ ১৫ ॥
মোহানলোল্লসজ্জ্বালা-জ্বলল্লোকেষু সর্বদা ।
(যৎপাদা-) যন্নামাম্বুরুহচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে ॥ ১৬।

মায়েতি—মায়ামোহো দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণেম্বহংপ্রত্যয়ঃ পুত্রাদিষু মমত্ব-প্রত্যয়ঃ। এবংরূপো যো মায়ামোহো বিচিত্রাভো বঃ দেহ-বিসর্জনকালে নৈরন্তর্য্যস্মরণেন বিদিত্বা বিলীয়তে। মায়য়া অমোহিতাত্মনে নমঃ। অথবা চিদ্রূপস্য স্বরূপাজ্ঞানমেব মায়ামোহঃ ॥ ১৪ ॥

প্রয়াণে মরণদশায়াং, অপ্রয়াণে জীবনদশায়াং যস্য নাম্নঃ স্মরণাৎ নৃণামিত্য-নেন বর্ণাশ্রমাদ্যপেক্ষা নিরাকৃতা। সদ্য ইত্যাবৃত্তি-নৈরপেক্ষ্যং দর্শয়তি। পাপৌঘঃ সংসারঃ ॥ ১৫ ॥

ইদানীং ভগবন্নাম্ন এব যথা কথঞ্চিৎ স্মরণ-কীর্ত্তনাদিকং সর্বানর্থনিবৃত্তি-দ্বারেণ পরমানন্দাস্বাদহেতুস্তমাহ—মোহেতি। মোহ এবাধ্যাত্মিকাদিতাপ-ত্রয়হেতুত্বাদনল এব তসোল্লসন্তী যা জ্বালা তয়া জ্বলন্তো যে লোকাঃ তেষু সৎসু যস্য বিষ্ণোর্নামৈবাম্ভোরুহং স্বাপ্যজনকত্বাৎ, তস্য ছায়া আভাসঃ। অন্যোদ্দেশেনোচ্চারণমিতি যাবৎ। তামপি প্রবিষ্টঃ কোহপঃ। যথা কথঞ্চিন্নামানুসন্ধাতা পুমান্ন দহ্যতে ন সংতপ্যতে। অপি তু তাপত্রয়দাহ-বিনির্মুক্তো নিত্যামৃত-পরমানন্দ-ব্রহ্মাস্বাদময়ো ভবতি। তথাচ বিষ্ণুধর্মোত্তরে—সংকীর্ত্য নারায়ণ-শব্দমাত্রং বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তীতি। অত্রাপি নারায়ণশব্দমাত্রমিত্যেব বিবক্ষিতং, নার্থজ্ঞানং শ্রদ্ধাদিকম্। যথা অজামিলো ম্রিয়মাণঃ পুত্রোদ্দেশেন নারায়ণনাম সংকীর্ত্য মুক্তো জাতঃ। ন হি বস্তুশক্তি-র্বুদ্ধিমপেক্ষতে। যথা অজ্ঞেন গুপ্তাপুঞ্জভ্রমেণ গৃহাদৌ প্রক্ষিপ্তোঽগ্নি-র্দহত্যেব। জলবুদ্ধ্যা বা পীতমমৃতমমরত্বং সাধয়ত্যেব। ঘৃতবুদ্ধ্যা বা পীতং বিষং মৃত্যুং সাধয়ত্যেব ॥ ১৬ ॥

যস্য স্মরণ-মাত্রেণ ন মোহো নৈব দুর্গতিঃ।
ন রোগো নৈব দুঃখানি তমানন্দং (নন্দং) নতোঽস্ম্যহম্॥১৭॥
শব্দার্থঃ সম্বিদর্থশ্চ বিষ্ণুর্নাস্তি পরো যদি।
তেন সত্যেন সংসারো ন মাং স্পৃশতু মাধব॥ ১৮॥
ঈক্ষাঞ্চক্রে স এবাগ্রে য একঃ স্যাং বহুস্তথা।
প্রবিষ্টো দেবতাঃ সৃষ্ট্বা স প্রসীদতু মে হরিঃ॥ ১৯॥
নারায়ণো জগদ্ব্যাপী যদি বেদাদি-সম্মতঃ।
সত্যেন তেন নির্বিঘ্না বিষ্ণুভক্তির্মমাস্তু সা॥ ২০॥
যো ন বীজং ন চাবীজং বীজং যো বীজভাবিতঃ।
স বিষ্ণুর্ভববীজং মে শিতবিদ্যাসিনা ছিনত্তু॥ ২১॥

নমোতি—সুগমং॥ ১৭॥

শব্দার্থ ইতি—শব্দস্য বেদজাতস্য সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ বা বিষ্ণুরেবার্থঃ প্রয়োজনম্। তথাহি চৈতন্যরূপেণ জ্ঞানেন সর্বপদার্থানুভবো ভবতি। তত্র যচ্চৈতন্যং তদেব ব্রহ্ম, তদিতরস্য সর্বস্যাচেতনত্বাৎ॥ ১৮॥

ঈক্ষামিতি—যঃ একঃ পরমাত্মা স এবাগ্রে সর্গাদৌ প্রপঞ্চরূপেণ বহুঃ স্যামিতি ঈক্ষাঞ্চক্রে পর্য্যালোচনাং কৃতবান্। ততশ্চ তেজোজল-পৃথ্বীরূপা দেবতাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং ত্রিবৃৎকরণং কৃত্বা জীবরূপেণ প্রবিষ্টঃ॥ ১৯॥

নারায়ণ ইতি—যদীতি ন সংশয়ে, কিন্তু স্বীকরণায়, যদি বেদাঃ প্রমাণমিতি-বৎ॥ ২০॥

যঃ পরমাত্মা সংসারং প্রতি বীজং কারণং ন ভবতি; অবীজমপি ন। ভব-বীজং সংসার-কারণমজ্ঞানম্। শিতবিদ্যৈবাতিকৃষ্টবিদ্যৈব অজ্ঞান-চ্ছেদকত্বান্নিশিতখড়্গ ইব। তেন ছিনত্তু খণ্ডয়তু। কথং বীজং অবীজঞ্চৈবেতি তত্রাহ — বীজং যো বীজ-ভাবিতঃ। যথায়স্কান্তমণি-র্নিষ্ক্রিয়ত্বাদকারণং, অয়সঃ সন্নিধানে সতি সান্নিধ্যমাত্রেণ তৎপ্রবৃত্তৌ

ত্রিধা তু নটবদ্ যস্তু সৃষ্টি-স্থিতি-লয়েষু চ।
গুণৈর্ভবতি কার্য্যেষু স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ২২ ॥
দশদেহাবতীর্ণো যো ধর্ম্মত্রাণায় কেবলম্।
অভ্যর্থিতঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তং প্রাণিহৃন্মন্দিরেঽমলঃ।
একো বসতি যো দেবঃ স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ২৪ ॥
হৃৎখগঃ খসমঃ খাদিঃ খাতীতঃ খক্রিয়োঽখগঃ।
খং ব্রহ্ম খাদিভুক্ খান্তে খমূর্ত্তিস্ত্বসখাসমঃ ॥ ২৫ ॥

নিমিত্তত্বাৎ কারণম্। সর্বপ্রাণিকর্মাণি বীজানি তৈর্ভাবিতঃ। তেষাং ফলদানায়োন্মুখত্বেন বীজম্ ॥ ২১ ॥

ত্রিধেতি—রজঃসত্ত্বতমোরূপৈর্গুণৈস্ত্রিধা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বররূপেণ যো ভবতি, স হরির্মে প্রসীদতু ॥ ২২ ॥

দশদেহেতি—দশদেহো মৎস্যাদিরূপঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাদীতি—ব্রহ্মাদি-তৃণপর্যন্তমন্তর্যামিরূপেণ সর্বপ্রাণিনাং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানাং হৃন্মন্দিরে যো বসতি, স একোঽমলো হরির্মে প্রসীদতু ॥ ২৪ ॥

হৃৎখগ ইতি—হৃদয়াকাশে গচ্ছতি বর্ত্তত ইতি হৃৎখগঃ উপাস্যত্বেন; খ-সমঃ নিরংশত্বেন বিভুত্বেনান্তশ্চরত্বেনাকাশসমঃ। খমাকাশং তস্যাপ্যাদিঃ; তস্যাপি কারণত্বাৎ। খাতীতঃ আকাশমপ্যতিক্রম্য বর্ত্ততে। আকাশে বৃত্তেঽপি ক্রিয়া উৎপাদন-ব্যাপারো যস্য। আকাশমপি যস্য কর্মে-ত্যভিপ্রায়ঃ। অখগঃ পরমাত্মা আকাশাদপ্যধিকপরিমাণত্বান্নাকাশগঃ। খৈরিন্দ্রিয়ৈর্ন গম্যত ইতি বা। ব্রহ্মশব্দো নির্মলাকাশতুল্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে। তন্মধ্যে পতং খং রূপং ব্রহ্মতত্ত্বম্। খাদিভুক্ প্রলয়কালে আকাশাদি-সর্ব্বকার্য্য-সংহর্ত্তা। আকাশাদিকার্য্যজাতং ব্রহ্মরূপগ্রস্তং

যদ্-ভাসা যন্মুদা যস্য সত্তয়া সংত্যজেজ্জগৎ ।
জাড্যং দুঃখমসত্ত্বঞ্চ স ভবানেব তন্ময়ঃ ॥ ২৬ ॥
ত্বৎস্পৃষ্টং মোদতে বিশ্বং ত্বত্ত্যক্তমশুচির্ভবেৎ ।
ত্বংসঙ্গতোঽপ্যসঙ্গস্ত্বং বিকারাস্তেন তে ন হি ॥ ২৭ ॥
কেচিদ্ বুদ্ধিং পরে প্রাণং মনোঽহঙ্কারমান্তরম্ ।
কেচিচ্চ কায়-চৈতন্যং কায়মাত্রং পরেঽধমাঃ ॥
কেচিচ্চ পুরুষং শব্দং ব্রহ্ম কেচিৎ পরে শিবম্ ।
শক্তিঞ্চ চিন্ময়ীং কেচিদ্ গোবিন্দ ত্বাং কুমার্গগাঃ ॥
তীর্থাতীর্থনিবিষ্টায় কেশাকেশি মিথো জনাঃ ।
যদ্বদন্তি পুনস্ত্বং হি চিৎসত্ত্বানন্দলক্ষণঃ ॥ ২৮ ॥

বর্ত্তত ইতি বা । খান্তে খমূর্ত্তিঃ আকাশস্যাপ্যন্তে মহাপ্রলয়ে ত্বং খমূর্ত্তিঃ, আকাশ-স্বরূপো নিরবয়বোঽসঙ্গ ইত্যর্থঃ । যতস্ত্বমখাসমঃ, খেনাসমঃ খাসমঃ, ন খাসমোঽখাসমঃ ; অতস্ত্বং নির্ম্মলাকাশ-স্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

যদ্ভাসেতি — জগৎকর্ত্তুর্যস্য দেবস্য ভাসা প্রকাশেন জাড্যং ত্যজেৎ । আনন্দেন দুঃখং, সত্তয়া সদ্রূপত্বেন অসত্ত্বং সংত্যজেদিত্যর্থঃ । জগৎকর্ত্তৃ ॥ ২৬ ॥

ত্বদিতি — ত্বয়া স্পৃষ্টং সৃষ্ট্বা জীবভাবেন প্রবিষ্টং সৎ যৎ সহ মোদতে, ত্বয়া সহ চেষ্টতে । ত্বয়া ত্যক্তং জীবাভাবেন শবরূপেণ স্থিতম্ । বিশ্বসঙ্গতোঽপ্যাকাশবদনাসক্তত্বাদসঙ্গত্বেন হেতুনা তে তব ন বিকারঃ ॥ ২৭ ॥

কেচিদিতি ত্রিভিঃ — কেচিৎ ত্বাং পুরুষং বদন্তি । কেচিচ্ছব্দং পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তে শব্দস্য জগৎকারণত্ব-প্রতিপাদনাৎ । কেচিৎ পাশুপতাঃ শিবং, কেচিৎ শাক্তাঃ চিন্ময়ীং শক্তিং বদন্তি । অধর্মাত্তারয়তীতি তীর্থং বেদঃ । তত্র ন্যায়বৈশেষিক-সাংখ্য-পাতঞ্জল-ধর্ম্মমীমাংসা-ব্রহ্মমীমাংসা ইতি ষড়্ দর্শনম্ । স্মৃতি-পুরাণাদিকঞ্চ বেদার্থবাদিত্বাত্তীর্থমুচ্যতে । বৌদ্ধ-পাশুপত-কাপালিক-ক্ষপণক-লোকায়তাদয়ো বেদবাহ্যাঃ অতৈর্থিকা মিথঃ

ভূতযোগজ-চৈতন্যং চার্বাকাস্ত্বামুপাসতে।
সৌগতা ব্রুবতে তর্কৈস্ত্বাং বুদ্ধিং ক্ষণভঙ্গুরাম্ ॥ ২৯ ॥
শরীর-পরিমাণঞ্চ মন্যন্তে জিনদেবতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পুরুষং সাংখ্যাস্ত্বামেব প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৩০ ॥

অন্যোঽন্যং কেশাকেশিযুদ্ধং কুর্বন্তস্তীর্থা তীর্থ-সিদ্ধান্তমাশ্রিত্য ত্বৎস্বরূপং সাক্ষাদজানন্তো যদ্ যদ্ত্বামেব বদন্তি। ত্বং পুনশ্চিৎসত্তানন্দলক্ষণঃ। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম —' ইত্যাদ্যাপনিষদাম্নানাসিদ্ধান্তবাদিনস্তৈর্থিকাঃ। অতৈর্থিকাশ্চ তদ্বিষয়ে সংশয়ানা নানা-নামভির্বদন্তি। আত্মরো যোঽহঙ্কারস্তমিতি। কায়াকারভূত-সংহতৌ চৈতন্যমুৎপদ্যতে ইতি বদন্তি। কায়মাত্রং কায়-পরিণামম্। পুরুষ ইতি শব্দো যস্য সাংখ্য-প্রক্রিয়ায়াম্ ॥ ২৮ ॥

অথবা ভূতযোগজচৈতন্যমিতি শ্লোকত্রয়েণ কেচিদ্ বুদ্ধিমিত্যাদি-শ্লোকত্রয়োক্তসিদ্ধান্তবাদিন এব কাংশ্চিন্মুখ্যান্নামগ্রহণপূর্ব্বকং কথয়তি। কায়চৈতন্যমিতি যদুক্তং তদ্বাদিনমাহ — ভূতেতি। চার্বাকা লোকায়তিকাস্ত্বাং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং শরীররূপসংযোগে চৈতন্যমুৎপদ্যতে, যথা চূর্ণপর্ণসংযোগে লৌহিত্যমুৎপদ্যতে। ন শরীরাৎ পৃথগ্ভূতো জীবো নাম জন্মান্তর-ফলভোক্তাস্তীত্যুপাসতে বদন্তি। কেচিদ্ বুদ্ধিমিতি যদুক্তং তদ্ বক্তি। সৌগতা ইতি সৌগতা বুদ্ধা স্বাং তর্কৈর্বেদবাহ্যৈঃ ক্ষণবিনাশিনীং বুদ্ধিমিতি বদন্তি ॥ ২৯ ॥

কায়মাত্রমিতি যদুক্তং তদ্ বক্তি — শরীর-পরিমাণীতি। জিনদেবতা আর্হত-সিদ্ধান্তিনঃ ক্ষপণকাঃ। কেচিৎ পুরুষমিতি যদুক্তং তদ্ বক্তি — ধ্যায়ন্তীতি। প্রকৃতিরচেতনা সক্রিয়া, পুরুষো নিষ্ক্রিয়শ্চেতনঃ, তৎ-সংযোগাৎ সর্বাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে। ততশ্চ সংসারঃ। যস্তু প্রকৃতি-পুরুষৌ বিবিচ্য জানাতি, স প্রকৃতেঃ পরো ভিন্নো মুক্তরূপেণ তিষ্ঠতীতি সাংখ্য প্রক্রিয়া ॥ ৩০ ॥

জন্মাদি-রহিতং পূর্ণং চিৎসত্তানন্দ-লক্ষণম্।
ত্বামৌপনিষদা ব্রহ্ম চিন্তয়ন্তি পরাৎপরম্ ॥ ৩১ ॥
খাদি-ভূতানি দেহশ্চ (শ্চ) মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বমেবাত্র নান্যত্ত্বত্তোঽস্তি কিঞ্চন ॥ ৩২ ॥
ত্বমগ্নিস্ত্বং হবিস্ত্বং স্রুক্ হোতা মন্ত্রঃ ক্রিয়া ফলম্।
ত্বমস্তি নাস্তি বৈকুণ্ঠ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩৩ ॥
ত্বং কর্মফলদাতা চ দীক্ষিতানাং ক্রিয়াক্ষয়ে।
ত্বং সেতুঃ (হেতুঃ) সর্বভূতানাং ত্বমেব শরণং মম ॥ ৩৪ ॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ৩৫ ॥

চিৎসত্তানন্দলক্ষণমিতি যদুক্তং তদ্ বক্তি। জন্মাদিরহিতমিতি জন্ম আদির্যেষাং তে জন্মাদিষড়্ভাববিকারাঃ। ঔপনিষদা বেদান্ত-সিদ্ধান্তিনঃ ॥ ৩১ ॥

খাদীতি — আকাশাদিমহাভূতানি। দেহাকার-পরিণতং চ ভৌতিকং, অন্যদ্ বক্ষ্যমাণং ত্বমেব ॥ ৩২ ॥

ত্বমগ্নিরিতি — যজ্ঞাদিকর্মকর্তৃণাং কর্মকর্তৃকার্য্যকারকজাতং সর্ব্বং ত্বমেব। অস্তীতি যদ্ ব্যবহ্রিয়তে তৎ সর্ব্বং ত্বমেব। তদ্ব্যতিরিক্ত-স্যাভাবাৎ ॥ ৩৩ ॥ *

দীক্ষিতানামদৃষ্টার্থকর্মকর্তৃণাং ক্রিয়া-সমাপ্তিমাত্রেণ স্বর্গাদি-সিদ্ধ্যদর্শনাৎ। ক্রিয়াক্ষয়ে জন্মান্তরেঽপি ত্বং কর্মফলদাতা সেতুর্মর্য্যাদাধারকঃ ॥ ৩৪ ॥

যুবতীনামিতি সুগমম্ ॥ ৩৫ ॥

* 'নাস্তিশব্দবাচ্যং জড়ং, অস্তিশব্দবাচ্যং চৈতন্যং'— শ্রীগীতাভাষ্যে (৯।১৯) শ্রীবিদ্যাভূষণঃ।

অপি পাপং দুরাচারং নরং ত্বৎপ্রবণং হরে।
নেক্ষন্তে কিঙ্করা যাম্যা উলূকাস্তপনং যথা ॥ ৩৬ ॥

তাপত্রয়মঘৌঘশ্চ তাবৎ পীড়য়তে জনম্।
যাবচ্ছ্রয়তি নো নাথ ভক্ত্যা ত্বৎপাদপঙ্কজম্ ॥ ৩৭ ॥

যং ন স্পৃশন্তি গুণজাতি-শরীরধর্ম্মা
যন্ন স্পৃশন্তি গতয়ঃ খিলেন্দ্রিয়াণাম্।
যঞ্চ স্পৃশন্তি যতয়ো গতসঙ্গমোহা-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে হরয়ে প্রতীচে ॥ ৩৮ ॥

স্থূলং বিলাপ্য করণে করণং নিদানে
তৎকারণং করণ-কারণ-বর্জ্জিতে চ।
ইত্থং বিলাপ্য যতয়ঃ প্রবিশন্তি যত্র
তং ত্বাং হরিং বিশদবোধঘনং নমামি ॥ ৩৯ ॥

অপি পাপমিতি চ সুগমম্ ॥ ৩৬ ॥

আধিদৈবিকমাধিভৌতিকমাধ্যাত্মিকমিতি তাপত্রয়ম্। বজ্রবিদ্যুৎ-পাতবর্ষাদ্যুদ্ভূতমাধিদৈবিকম্। ব্যাঘ্রমনুষ্যাদিভূতোদ্ভূতমাধিভৌতিকম্। আধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ। বাতপিত্তশ্লেষ্মাদিবৈষম্যনিমিত্তং শারীরম্, কামক্রোধাদি-সমুদ্ভবং মানসম্। অঘৌঘঃ পাপ-সমূহঃ ॥ ৩৭ ॥

যমিতি—শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ সাত্ত্বিকাদয়ো গুণধর্ম্মাঃ। গোত্ব-মনুষ্যত্বদেবত্বাদয়ো জাতিধর্ম্মাঃ। করচরণাদয়ঃ শরীরধর্ম্মাঃ। ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ো যং ন স্পৃশন্তি। আকাশনিবাসঙ্গঃ। পুত্রদারাদিভিঃ সংযোগঃ শরীরাদি-বিষয়ে আত্মাবিশেষো মোহঃ। যং পরমাত্মানমনুভবন্তি তস্মৈ প্রত্যগ্রূপায় ॥ ৩৮ ॥

স্থূলং পৃথিব্যাদিকং করণে ভূতসূক্ষ্মে গন্ধাদৌ, তৎ করণং নিদানে আদিকারণে অবিদ্যাযুক্তব্রহ্মণি। তৎকারণং করণ-কারণ-বর্জ্জিতে শুদ্ধে পরব্রহ্মস্বরূপে। তং ত্বাং স্বচ্ছং নিবিড়াববোধ-স্বরূপম্ ॥ ৩৯ ॥

যদ্ধ্যান-সংবদন-চূর্ণবশীকৃতাত্মা-
মৈশ্বর্য্যচারু-গুণিনীং সুখ-মোক্ষ-লক্ষ্মীম্।
আলিঙ্গ্য শেরত ইহাত্মসুখৈকভাজ-
স্তস্মৈ নমোঽস্তু হরয়ে মুনি-সেবিতায় ॥ ৪০ ॥

জন্মাদিভাব-বিকৃতেবিরহ-স্বভাবে
যস্মিন্নয়ং পরিচিনোতি ষড়ূর্ম্মিবর্গঃ।
যং তাড়য়ন্তি ন সদা মদনাদি-দোষ-
স্তং বাসুদেবমমলং প্রণতোঽস্মি হার্দ্দম্ ॥ ৪১ ॥

যদ্ভান-সঙ্গতমলং বিজহাত্যবিদ্যাং
যদ্ভানবহ্নিজনিতং জগদেতি দাহম্।
যদ্ভানমুল্লসদসির্ঘতি-সংশয়ারিং
তং ত্বাং হরিং বিশদবোধঘনং নমামি ॥ ৪২ ॥

যস্য ধ্যানমেব বশীকরণ-চূর্ণং তেন বশীকৃতাম্। ঐশ্বর্য্যম্ অত্যন্ত-পরাধীনত্বমেব তেন সুন্দরগুণবতীম্। সর্বোর্ম্মিরহিতস্বাত্ম্যানন্দরূপমোক্ষ-সুখ এব লক্ষ্মীরিব। যস্য ব্রহ্মণো ধ্যানমাত্রেণ মোক্ষঃ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

জন্মাদীতি — জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি — ষড় ভাব-বিকারাঃ। জন্মাদি-ষড়্ভাব-বিকারাণাং বিরহ-স্বভাবো যস্মিন্ ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহ-জন্ম-মৃত্যুরূপঃ ষড়ূর্ম্মিবর্গশ্চ যং ন বাধতে। হার্দমন্তর্যামিরূপেণোপাস্যমানং চ হৃদ্গতম্ ॥ ৪১ ॥

যদ্ ভানমিতি — যস্য ব্রহ্মণো ভানং প্রকাশনমেব সঙ্গতং তৎ অলং পর্য্যাপ্তম্। অবিদ্যাং পরমাত্মপরিজ্ঞানং অনাত্মন্যাত্মধিয়ম্। সংসৃতি-হেতুত্বাদবিদ্যাং নিবন্ধনীং বিজহাতি নিবর্ত্তয়তি। দাহমেতীতি তৎ-সাক্ষাৎকারে সংসারো নিরস্তো ভবতি। যদ্ভানমেব উল্লসৎখড়্গ আত্ম-বিষয়ে সংশয় এব রিপুস্তং খণ্ডয়তীতি ॥ ৪২ ॥

[ফলশ্রুতিঃ]

চরাচরাণি ভূতানি সর্বাণ্যস্য হরেঃ পুরঃ ।
যথা চ তেন সত্যেন পুরস্তিষ্ঠতু মে হরিঃ ॥ ১ ॥
যথা নারায়ণঃ সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
তেন সত্যেন মে দেবঃ স্বং দর্শয়তু কেশবঃ ॥ ২ ॥
ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি ।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু 'মে হরিঃ' (কেশবঃ) ॥ ৩ ॥
তস্যৈবং শপথৈঃ সত্যৈর্ভক্তিং তস্যানুচিন্তয়ন্ ।
দর্শয়ামাস চাত্মানং সংপ্রীতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪ ॥
ততো দত্বা বরং তস্য পূরয়িত্বা মনোরথম্ ।
জগাম কমলাকান্তঃ স্তুত্যা বিপ্রেণ তোষিতঃ ॥ ৫ ॥
কৃতকৃত্যো দ্বিজঃ সোঽপি নারায়ণ-পরায়ণঃ ।
শিষ্যৈঃ সার্দ্ধং জপন্ স্তোত্রং তস্মিন্নাস্তে তপোবনে ॥ ৬ ॥
কীর্ত্তয়েদ্ য ইদং স্তোত্রং শৃণুয়াদ্ যোঽপি মানবঃ ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥ ৭ ॥
আত্মবিদ্যা-প্রবোধঞ্চ লভতে ব্রাহ্মণঃ সদা ।
ন পাপে জায়তে বুদ্ধির্নৈব পশ্যত্যমঙ্গলম্ ॥ ৮ ॥
বুদ্ধিস্বাস্থ্যং মনঃ-স্বাস্থ্যং স্বাস্থ্যমৈন্দ্রিয়কং তথা ।
নৃণাং ভবতি সর্বেষামস্য স্তোত্রস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ ৯ ॥
বিচার্য্যার্থং জপেদ্ (পঠেদ্) যস্তু শ্রদ্ধয়া তৎপরো নরঃ ।
স বিধূয়েহ পাপানি লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ১০ ॥

বাঞ্ছিতাঁল্লভতে কামান্ পুত্রান্ প্রাপ্নোত্যনুত্তমান্।
দীর্ঘমায়ুর্বলং বীর্য্যং লভতে সর্বদা পঠন্॥ ১১॥

তিলপাত্র-সহস্রেণ গোসহস্রেণ যৎফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি য ইমাং কীর্ত্তয়েৎ স্তুতিম্॥ ১২॥

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যং যং কাময়তে চ সঃ।
অচিরাত্তমবাপ্নোতি স্তোত্রেণানেন মানবঃ॥ ১৩॥

আচারে বিনয়ে ধর্মে জ্ঞানে তপসি সন্নয়ে।
নৃণাং ভবতি নিত্যং ধীরিমাং সংশৃণ্বতাং স্তুতিম্॥ ১৪॥

মহাপাতকযুক্তোঽপি যুক্তো বা সর্ব-(হ্যুপ-) পাতকৈঃ।
সদ্যো ভবতি শুদ্ধাত্মা স্তোত্রস্য পঠনাৎ সকৃৎ॥ ১৫॥

প্রজ্ঞালক্ষ্মী-যশঃ-কীর্ত্তি-জ্ঞান-ধর্ম-বিবর্দ্ধনম্।
দুষ্টগ্রহোপশমনং সর্বাশুভ-বিনাশনম্।
সর্বব্যাধিহরং পথ্যং সর্বারিষ্ট-নিসূদনম্॥ ১৬॥

দুর্গতেস্তারণং স্তোত্রং পঠিতব্যং দ্বিজাতিভিঃ।
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু রাজদৈবভয়েষু চ॥ ১৭॥

অগ্নিচৌরনিপাতেষু সদা সংকীর্ত্তয়েদিদম্।
সিংহব্যাঘ্রভয়ং নাস্তি নাভিচার-(নাস্তি চৌর-) ভয়ং তথা॥ ১৮॥

প্রেতভূতপিশাচেভ্যো রাক্ষসেভ্যস্তথৈব চ।
পূতনাজৃম্ভকেভ্যশ্চ বিঘ্নেভ্যশ্চৈব সর্বশঃ॥ ১৯॥

নৃণাং ক্বচিদ্ভয়ং নাস্তি স্তবে হ্যস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতে।
বাসুদেবস্য পূজাং যঃ কৃত্বা স্তোত্রমুদীরয়েৎ।
লিপ্যতে পাতকৈর্নাসৌ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ২০॥

গঙ্গাদিসর্বতীর্থেষু প্লবনৈর্যাতি যাং গতিম্ ।
তাং গতিং সমবাপ্নোতি পঠন্ পুণ্যামিমাং স্তুতিম্ ॥ ২১ ॥
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বাপি যঃ পঠেৎ ।
সর্বদা সর্বকার্য্যেষু সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে ॥ ২২ ॥
চতুর্ণাং সাঙ্গবেদানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা হি যৎফলম্ ।
তৎফলং লভতে স্তোত্রমধীয়ানঃ সকৃন্নরঃ ॥
অক্ষয়ং ধনমাপ্নোতি স্ত্রীণাং ভবতি বল্লভঃ ॥ ২৩ ॥
পূজ্যো ভবতি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া সংস্মরন্ স্তুতিম্ ।
সর্বদা সম্পদা যুক্তো বিপদং নৈব পশ্যতি ॥ ২৪ ॥
গোভির্ন হীয়তে স্তোত্রং নিত্যং যঃ পরিকীর্ত্তয়েৎ ।
অলক্ষ্মীঃ কালকলনং (কালকর্ণে চ ?) দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতম্ ॥২৫॥
সদ্যো নশ্যতি ভক্তানামেতং সংশৃণ্বতাং স্তবম্ ।
প্রাতরুত্থায় যোঽধীতে শুচিস্তদ্গতমানসঃ ।
অক্ষয়ং লভতে সৌখ্যমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৬ ॥
দেবহুতি-প্রণীতং হি বিষ্ণুপ্রীতিকরং শিবম্ ।
বিষ্ণু-প্রসাদজননং বিষ্ণুদর্শন-কারণম্ ॥ ২৭ ॥
যোগসারমিদং নাম স্তোত্রং পরমপাবনম্ ।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
ইতি তে কথিতং স্তোত্রং পুণ্যং পরমপাবনম্ ।
ইত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পিশাচস্য চ মোক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বশিষ্ঠদিলীপ-সংবাদে মাঘমাহাত্ম্যে অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

অনুবাদকের মঙ্গলাচরণ

(শ্রী)গিরিধারী বিপিনবিহারী শ্রীহরিমোহন।
গোবিন্দ নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীরাধারমণ॥

জগন্নাথ গৌরকিশোর নিত্যানন্দ রাম।
ইঁহাদের পাদপদ্মে অনন্ত প্রণাম॥

ভূমিষ্ঠ হইয়া বন্দি বৈষ্ণবের গণ।
কৃপা করি' মোর শিরে ধরহ চরণ॥

পদ্মপুরাণোক্ত 'যোগসারে'র টীকা।
শ্রীজীব-গোস্বামি-কৃত সংশয়-নাশিকা॥

তোমা-সভার শ্রীচরণ ধরিয়া বুকেতে।
ভাষা-অনুবাদে কহি যথাশক্তিমতে॥

কৃপা কর, শক্তি সঞ্চার, মোর হৃদে ব'স।
অজ্ঞানতমঃ নাশ করি' সদর্থ প্রকাশ'॥

——:০:——

শ্রীগৌরাঙ্গ:

অনুবাদ

পূর্ব্বারম্ভ

(১) একসময়ে বৈশাখমাসে একাদশী-তিথিতে দেবদ্যুতি-মুনি হরির পূজা করিয়া এক বিচিত্র রমণীয় স্তুতি পাঠ করিলেন। (২) সেই স্তুতিপাঠে পরমানন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবদেব শ্রীহরি স্বয়ং গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সেই মুনির সম্মুখে আগত হইলেন। (৩) গরুড়বাহন নবনীরদকান্তি চতুর্বাহু বিশালনয়ন সর্বালঙ্কারভূষিত সেই শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া (৪) সেই ব্রাহ্মণ পুলকাঞ্চিত কলেবরে ও অশ্রুসিক্তনেত্রে তখন কৃতকৃতার্থ হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবন্নিপতিত হইলেন। (৫) আনন্দাতিরেকবশতঃ তাঁহার যেন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না; তিনি নিজ দেহ বিস্মৃত হইলেন; অহো! তিনি যেন ব্রহ্মীভূত (ব্রহ্মময়) হইয়া গেলেন। (৬) তৎপরে সেই বৈষ্ণব-মুনিকে শ্রীহরি প্রীতিভরে সম্ভাষণ করিলেন—'দেবদ্যুতে! আমি বেশ জানি, তুমি আমার ভক্ত ও আমাকেই আশ্রয় করিয়াছ। (৭) তুমি সকল কর্ম্ম আমাতেই অর্পণ করিয়াছ, তোমার ভাব ও মন সর্বদা আমাতেই আছে; হে অনঘ! আমি তোমার এই স্তোত্রে প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।' (৮) শ্রীহরির এই কথা শুনিয়া তখন সেই মুনি উত্তর দিলেন—"হে দেবদেব! হে পদ্মপলাশলোচন! তুমি নিজ মায়ার (যোগমায়ার) বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। (৯) হে দেব! তোমার দর্শন অপেক্ষা অন্য বর

দুর্লভ নহে। ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি যোগিগণ, (১০) কপিলাদি সিদ্ধগণ তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। পরাৎপর তোমার দর্শন পাইলে জীবের মোহ-জনক শুভাশুভ, (১১) অহংতা-মমতা-রূপ পাশসমূহ সকারণ ছিন্ন প্রাপ্ত হয়। হে জগন্নাথ! তোমার দর্শন করিয়া অদ্য আমার জন্ম, কর্ম ও বুদ্ধির ফল আবির্ভূত হইয়াছে। (১২) হে দেবেশ! ইহা (তোমার দর্শন) ব্যতিরেকে অন্য বরের আর কোন প্রয়োজন নাই। (১৩-১৪) 'হৃদয়ে তোমার চরণকমল রাখিয়া দিবানিশি স্বদ্গতচিত্তে ভক্তিভরে চিন্তা করিব'— এই বরই আমি প্রার্থনা করি যে, তোমাতে আমার অচলা, কেবলা (অনন্যা) ভক্তি হউক। (১৫) হে নাথ! এতদ্ব্যতীত অন্যবর প্রার্থনা করি না।" তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে ও প্রসন্নহৃদয়ে হরি সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"তাহাই হউক। তোমার তপশ্চরণে অন্য কোন বিঘ্নও আর হইবে না। (১৬) যে-সকল মানব তোমার রচিত এই স্তোত্র পাঠ করিবে—তাহারাও মদ্বিষয়ে অচলা ভক্তি লাভ করিবে। (১৭) যে-কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে — তৎসকল সাঙ্গ (পূর্ণ) হইবে এবং তাহাদের (ভগবজ্-) জ্ঞানেও পরমা নিষ্ঠা সদা কালের জন্য বিরাজ করিবে।" (১৮) দেবদেব শ্রীহরি ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া তিরোধান করিলেন এবং সেইদিন হইতে দেবদ্যুতিও নারায়ণ-পরায়ণ হইলেন।

(১৯) তখন দিলীপ বলিলেন — হে মহর্ষে! অনুগৃহীত হইলাম। যেমন বিষ্ণুপাদস্পৃষ্টা গঙ্গা লোককে পবিত্র করে, তদ্রূপ অদ্য আমিও এই বিষ্ণুর প্রসঙ্গযুক্ত কথায় পবিত্রীকৃত হইয়াছি। (২০) এক্ষণে সেই অনঘ ব্রাহ্মণ-কর্তৃক রচিত স্তোত্রটী বলুন, যদ্দ্বারা মাধব প্রসন্ন হইয়াছিলেন — তাহা শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে। (২১) হে বিপ্র! মনে হয় যে, তোমার প্রসাদে আমি মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছি; অহো! মহাপুরুষের সঙ্গ কাহাকে না মহাজন করে?

(২২) লোমশ (বশিষ্ঠ) বলিলেন — সেই রহস্য কথা বলিতেছি। উহা সর্বোত্তম জপ্য স্তোত্রই বটে। প্রথমতঃ উহা গরুড় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহা হইতে আমি পাইয়াছি। হে বিপ্র! ইহার অভ্যন্তর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ, মহামঙ্গলের নিদান, শুভজনক, সর্বপাপহর এবং পরম আত্মজ্ঞানকর।

স্তব

(১) হে বাসুদেব! বিশ্বরূপ! হে চক্রধর! তুমি ভক্তপ্রিয় দেব জগন্নাথ। তোমার চরণে নমস্কার। যেহেতু সেই তুমিই সর্বত্র বাস (অবস্থান) কর এবং সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বাস করে — অতএব পণ্ডিতগণ তোমাকে 'বাসুদেব'-আখ্যা দিয়াছেন। এই লোকে ভজনীয়তত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে; কিন্তু তুমি ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ভিন্নবিষয়ক স্তুতি হয় না, অতএব তুমি স্তোতা, স্তুত্য ও স্তুতি সবই। যখন সমগ্র জগৎই বিষ্ণুময়, তখন কি প্রকারে তোমাকে স্তুতি করা যায়? মানুষের ভক্তিই তোমার প্রীতিকরী হয় — এইমাত্র তাৎপর্য্য।

(২) সাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত —এই ষড়ঙ্গবিশিষ্ট এবং স-সূত্র অর্থাৎ বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক কর্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসার সূত্রসম্বলিত বেদসমূহ যাঁহার নিঃশ্বাসরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া নিঃশ্বাসবৎ হইয়াছে; নিঃশ্বাস যেরূপ প্রযত্ন ব্যতিরেকে প্রবর্তিত হয় এবং জীব হইতে অভিন্নভাবেই অবস্থান করে, তদ্রূপ বেদগণও তোমা হইতে প্রবর্তিত হইয়াছেন এবং তোমা হইতে অভিন্নই বটে। যখন বেদই তোমার তত্ত্ব-নিরূপণে অক্ষম, তখন তোমার আনন্দের জন্য আর কি স্তব হইতে পারে? তথাপি ভক্তিভরে আমি স্তব করিতে মুখর হইলাম।

(৩) যে পরমাত্মা তোমাকে বেদ ও অন্য পদার্থের ন্যায় সাক্ষাৎ-রূপে নির্ণয় করিতে পারে না, কিন্তু 'অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়' ইত্যাদি-ভাবে অন্য বস্তুর (স্পর্শাদির) ব্যাবৃত্তি (নিরসন) করিয়া দিগ্‌দর্শন করে মাত্র। 'সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যের সত্যাদি-শব্দেও অসত্যাদিরই নিরসন করা হয় মাত্র। অতএব বেদ ঘটপট প্রভৃতি পদার্থবৎ সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মনিরূপণ করে না, কিন্তু নিদর্শনমাত্রই করে। যেহেতু, মনকে বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ হইতে ক্রমশঃ ত্যাগ করাইয়া ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করানই বেদের তাৎপর্য্য। শ্রুতিতেও বলিতেছেন যে, ব্রহ্মনিরূপণ করিতে গিয়া বাক্য ও মন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কাজেই বেদ যখন সাক্ষাৎ বলিতে পারে না, বাক্য স্তব্ধ হয় ও মনের গতি স্থগিত হয়, তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কি প্রকারে তোমার স্তব করিবে হে? অথবা ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি কিই না বলে? [আমি তোমার ভক্ত, তোমার যৎকিঞ্চিৎ স্তব করিলেও কৃপাবশতঃ শ্রবণ কর।]

(৪) দেবগণের আদি ব্রহ্মা, তাঁহা হইতেও তুমি বৃহৎ ও সর্ব্বব্যাপক। অথবা তুমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও আদি, যেহেতু তোমারই নাভিকমলে জাত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার ব্রহ্মত্ব। তুমিই বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর নির্গুণ ও সগুণ ভেদে দ্বিবিধ রূপ আছে। তন্মধ্যে যে ব্রহ্ম নির্গুণস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন, তিনিও তুমি অর্থাৎ পরব্রহ্ম তোমার বপুঃস্বরূপ। যেহেতু, শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অন্ত্য আধার।' যখন তুমি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রজো-গুণপ্রবর্ত্তক হও — তখন তুমি সর্গাদির কারণ ব্রহ্মা এবং যখন শুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বথা উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় থাক, তখন তুমিই পরমাত্মা।

(৫) দেহ ও দেহীর মধ্যে পরস্পর অধ্যাস-(আরোপ) রূপ অর্থাৎ দেহাত্মবাদে যে (জ্ঞানমাত্ররূপা) চিৎ বর্ত্তমান আছে — তাহা দেহ ও দেহীর উপাধিমূলক দেহিত্ব ভেদ (অতিক্রম) করিয়া দেহদেহীর

নির্বিশেষ চিন্মাত্ররূপকে (শুদ্ধ আত্ম স্বরূপকে) স্পর্শ করে এবং আকাশ যেরূপ মেঘজালে ব্যাপ্ত হইয়াও তৎস্পর্শ বিহীন, তদ্রূপ দেহসমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তুমি দেহদোষ-সমূহে নির্লিপ্ত থাক; তুমি ঐ চিদ্রূপা বৃত্তিদ্বারাই যোগিগণের নিকট প্রতিভাত হইয়া থাক।

(৬) যে আনন্দ-প্রচুরা বুদ্ধি দেহভাবে অর্থাৎ অনাত্মস্বরূপ দেহে জাগ্রত (বর্ত্তমান) থাকে না, যেহেতু, অনাত্মা ও আত্মার অত্যন্ত ভেদ। কিন্তু উহাই আবার স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ নির্বিশেষ চিন্মাত্ররূপে কখনও নিদ্রিত হয় না অর্থাৎ সেই স্বরূপ সর্বদা অনুভব করে। হে বিষ্ণো! তুমিই সেই আনন্দময়ী বুদ্ধি, ইহাতে আর সংশয় নাই।

(৭) সাংখ্যমতে — মূলপ্রকৃতি অবিকারা, মহৎ প্রভৃতি সাতটি তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকার। ষোল তত্ত্ব কেবল বিকারই, আর পুরুষ প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয় — ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থা — প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব), তাহা হইতে অহঙ্কার (দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার) এবং তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র। একাদশ ইন্দ্রিয় [জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ ও মন] এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত — ইহারা কেবল বিকৃতিই। মহৎ প্রভৃতির যে দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকৃতি-স্বরূপ — সপ্ত এবং বিকারময় ষোড়শ তত্ত্ব — এই সবই তুমি। হে নাথ! ইহাতে যে নানাত্ব-কল্পনা করা হয় — তাহা অজ্ঞজনেরই কার্য্য।

(৮) হে ব্রহ্মন্! 'আত্মাই পুত্ররূপে জন্মিয়া থাকে' — এই শ্রুতি-প্রমাণবলে যেরূপ পুত্রপৌত্রাদিরূপে পিতারই নানাত্ব কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র ও শিবরূপে ত্রিবিধ কল্পনাও হইয়া থাকে।

(৯) ক্রান্তদর্শী আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী জনগণ যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশে নিখিল জগৎকে সত্ত্বরজস্তমঃ প্রভৃতির দোষশূন্য এবং শুক্লকৃষ্ণাদি গুণ-রহিত চিদ্রূপ অখণ্ড বলিয়া প্রতীতি করেন — সেই প্রাকৃতগুণ-বর্জ্জিত বিষ্ণুতত্ত্বকেই প্রণাম বা স্তব করি।

A.C C. NO.
CA

(১০) জগতের বন্ধ ত্যক্তবাসন অর্থাৎ পূর্ণ... মানবগণ যাঁহার জ্ঞানলাভে বেদবিহিত কর্মও ত্যাগ করিয়া থাকেন — সেই শুদ্ধ (নিরুপাধি) ব্রহ্মকে নমস্কার করিতেছি।

(১১) যে পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিয়া কোনও (ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ) বাসনাবিহীন মানবগণ সমগ্রলোককে পরমাত্মাতে অবস্থিত দেখিয়া (বুঝিয়া) স্ত্রীপুত্রাদির স্পৃহা করে না —

(১২) এবং যাঁহার স্বরূপের জাগরণে (প্রকৃষ্ট বোধে) সর্ব্বজীবে আপনাকে এবং অন্যান্য বস্তুকেও সংস্বরূপে উপাসনা করে, সেই সদ্রূপ হরিকে নমস্কার করি।

(১৩) কোনও কোনও ব্রাহ্মণগণ যাঁহার জ্ঞানে নিজ দেহকে সর্পের খোলসের ন্যায় দেখিয়া 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া গান করে—সেই মাধবকে নমস্কার করি।

(১৪) দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে 'অহং-বুদ্ধি' এবং পুত্রাদিতে 'মমত্ব-বুদ্ধি'ই মায়া-মোহ। ইহা নানাপ্রকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। দেহত্যাগকালে নিরন্তর স্মরণ-প্রভাবে যাঁহার জ্ঞানলাভে এই মায়ামোহও বিলীন হইয়া থাকে, সেই মায়াসম্পর্কশূন্য হরিকে স্তব করি।

(১৫) মরণে কিংবা জীবদ্দশায় যাঁহার নাম-স্মরণ-প্রভাবে যে-কোনও লোকই হউক না কেন [বর্ণাশ্রমাদি-বহির্ভূত হইলেও] সদ্যঃ পাপরাশি অর্থাৎ সংসার-বিমুক্ত হয়, সেই চিদাত্মা হরিকে প্রণাম করি। 'সদ্যঃ'-শব্দে পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিত গতিই লক্ষ্য।

(১৬) এক্ষণে ভগবানের নামের যে কোনও প্রকারে স্মরণ বা কীর্ত্তন করিলে যে সর্ব্বানর্থনাশ হইয়া পরমানন্দ-আস্বাদ হয় — তাহাই বলিতেছেন। আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তাপত্রয়ের হেতু বলিয়া মোহকে অনল-(অগ্নি) স্বরূপ বলা হইয়াছে। সেই মোহানলের যে জ্বালা অর্থাৎ শিখা-স্বরূপ তাপ উঠিতেছে — তাহাতেই জীবনিচয় নিরন্তর জ্বলিতেছে। বিষ্ণুর নামরূপ পদ্মের [শীতল স্বাস্থ্যকর] ছায়া (আভাস) প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা আর দগ্ধ হয় না অর্থাৎ যে-কোনও প্রকারে নামের

সংস্পর্শে আসিলে জীব তাপত্রয়বিমুক্ত হইতে পারে এবং নিত্যই অমৃতরূপ পরমানন্দ ব্রহ্মানুভব করিতে পারে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে —'নারায়ণ'-শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়াই জীব দুঃখ-রহিত ও সুখী হয়। 'নারায়ণ'-শব্দমাত্র— বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে অনুষ্ঠান বা শ্রদ্ধাদির অপেক্ষাও নাই। যেমন অজামিল মরণকালে পুত্রের উদ্দেশ্যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। বস্তুশক্তি ত' আর বুদ্ধির অপেক্ষা করে না; অজ্ঞ ব্যক্তি গুঞ্জারাশির ভ্রমে গৃহাদিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে ঐ অগ্নি গৃহদাহ করিবেই। জলবুদ্ধিতে অমৃত পান করিলে অমরত্বলাভ হইবেই; আর ঘৃত-বুদ্ধিতে বিষপান করিলে মরণ অবশ্যম্ভাবী।

(১৭) যাঁহার স্মরণমাত্রে মোহ বা দুর্গতি হয় না, রোগ বা দুঃখাদিও থাকে না — সেই আনন্দকে (বিষ্ণুকে) প্রণাম করি।

(১৮) বেদজাত শব্দ সাক্ষাদ্রূপে বা পরম্পরিতভাবে বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করিতেছে এবং চৈতন্যরূপ জ্ঞানদ্বারা সর্ব্ব পদার্থ অনুভূত হয়। আবার চৈতন্যই ব্রহ্ম — কেন-না ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অচেতন। কাজেই শব্দার্থ ও চৈতন্যার্থ যখন একই বিষ্ণুর লক্ষক, তখন প্রার্থনা করি, — হে মাধব! এই সত্যবলে সংসার যেন আমাকে স্পর্শ না করে।

(১৯) যিনি অখণ্ড পরমাত্মা — তিনিই সৃষ্টির প্রাক্‌কালে 'প্রপঞ্চরূপে বহু হইব' — এই পর্য্যালোচনা করিলেন। তৎপরে তেজ, জল ও পৃথিবীরূপ দেবতাত্রয়ের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ত্রিবৃৎকরণপূর্বক তাহাতে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

(২০) নারায়ণ যখন জগদ্ব্যাপী — ইহা বেদাদি-সম্মত সত্যই বটে, তখন এই সত্যে আমার বিষ্ণুভক্তি নির্বিঘ্নে আচরিত হউক অর্থাৎ নিরপরাধা হরিভক্তির উদয় হউক।

(২১) পরমাত্মা সংসারের প্রতি কারণও নহে, আবার অকারণও নহে। যেমন অয়স্কান্তমণি নিষ্ক্রিয়াবস্থায় অকারণ, আবার লৌহের

সান্নিধ্যে আসিয়াই তাহার আকর্ষণের নিমিত্ত-কারণ হইয়া থাকে; তদ্রূপ সর্বপ্রাণীর কর্মসমূহ-কর্তৃক তিনি নিয়োজিত হইয়া সেই সব কর্মফল-দানে উন্মুখ হয়েন বলিয়া তাঁহাকে বীজ বলা হয়। সেই বিষ্ণু আমার ভববীজ অর্থাৎ সংসারের কারণ যে অজ্ঞান, তাহা অবিদ্যানাশক নিশিত খড়্গতুল্য অত্যুত্তম বিদ্যাদ্বারা খণ্ডন (নাশ) করুন।

(২২) যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কালে রজঃ সত্ত্ব ও তমোরূপ গুণত্রয়ের অঙ্গীকার করিয়া নটবৎ মূর্তিত্রয় (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) প্রকট করেন—সেই হরিই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

(২৩) যিনি সকল দেবতা-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্যই কেবল মৎস্যকূর্মাদি দশদেহে যথাসময়ে অবতার করেন — সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

(২৪) ব্রহ্মাদি তৃণপর্যন্ত সকল প্রাণীরই হৃদয়-মন্দিরে যিনি অন্তর্য্যামি-রূপে বাস করিতেছেন—সেই বিমল দেবতা হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

(২৫) তুমি উপাস্যরূপে হৃদয়াকাশে গমন কর অর্থাৎ বর্ত্তমান আছ বলিয়া হৃৎখগ; অখণ্ড, বিভু ও অন্তশ্চর বলিয়া আকাশ-সম, আবার আকাশেরও কারণরূপে খাদি; আকাশকেও অতিক্রম করিয়া বিরাজমান আছ বলিয়া খাতীত; শূন্য আকাশেও উৎপাদন-ব্যাপাররূপ ক্রিয়াশীল অর্থাৎ আকাশকে রচনা করিয়াছ বলিয়া খক্রিয়; আবার আকাশ হইতেও অধিক পরিমাণবিশিষ্ট পরমাত্মা বলিয়া অখগ অথবা 'খ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গম্য নহ বলিয়াও অখগম্য; নির্মলাকাশ-তুল্য পরব্রহ্ম বলিয়া খংব্রহ্ম; প্রলয়কালে আকাশ প্রভৃতি সকল কার্য্যেরই সংহারক অথবা আকাশাদি কার্য্যসমূহ ব্রহ্মরূপে গ্রস্ত (লীন) হয় বলিয়া খাদিভুক্। আকাশেরও অন্তে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে আকাশ-স্বরূপ নিরবয়ব ও অসঙ্গরূপে বিরাজমান বলিয়া খমূর্ত্তি; যেহেতু, তুমি খখাসম অর্থাৎ নির্মলাকাশস্বরূপ।

(২৬) জগৎকর্ত্তা যে দেবতার প্রকাশে জগৎ জাড্য ত্যাগ করে, যাঁহার আনন্দে দুঃখহানি হয় এবং যাঁহার সত্তায় অসত্ত্ব বিনাশ হয় — সেই তুমিই তন্ময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় বিষ্ণু।

(২৭) এই জগৎ সৃষ্ট হইয়া তোমাকর্ত্তৃক জীবে (জীবাত্মা) রূপে প্রবিষ্ট হইলে তবে তোমারই সাহায্যে আনন্দ পায় অর্থাৎ সচেষ্ট হয়। আবার তুমি ইহাকে ত্যাগ করিলে জীবাত্মার অভাবে শব হইয়া অশুচি হয়। পক্ষান্তরে, তুমি বিশ্বের সঙ্গ করিলেও আকাশের ন্যায় অনাসক্ত থাক বলিয়া তাহাতে তোমার বিকার-গন্ধও হয় না।

(২৮-৩১) হে গোবিন্দ! তুমি সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ, কিন্তু তোমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া নানাজন নানা পন্থার সৃষ্টি করিয়াছে। অনর্থ হইতে রক্ষা করেন বলিয়া বেদকে 'তীর্থ' বলা হয়; তন্মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ধর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা প্রভৃতি দর্শন-ছয়টি এবং স্মৃতি-পুরাণাদিও বেদার্থবাচক বলিয়া 'তীর্থ'-পদবাচ্য। বৌদ্ধ, পাশুপত, কাপালিক, জৈন, চার্ব্বাক প্রভৃতি বেদ-প্রামাণ্য যথার্থতঃ স্বীকার করেন না বলিয়া 'বেদবাহ্য'। ইঁহারা সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম হরির স্বরূপ সাক্ষাদ্‌ভাবে না জানিয়া বৈদিক বা অবৈদিক সিদ্ধান্ত আশ্রয়-পূর্ব্বক নানা সন্দেহবশতঃ কেশাকেশি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ বেদবিরুদ্ধ তর্কের আশ্রয় করিয়া ক্ষণিকধ্বংসিনী বুদ্ধিকেই পরমাত্ম-তত্ত্ব বলেন; কেহ বা প্রাণকে (প্রাণময় কোষকে), কেহ মনোময় কোষকে [আরুণি ঋষিগণ হৃদয়স্থিত জীবান্তর্যামী বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তনদ্বারা জ্ঞানশক্তিদায়ক দহর দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে — ভাঃ ১০।৮৭।১৮], কেহ বা আভ্যন্তর অহঙ্কারকেই নির্দেশ করেন।

জিনদেবতা ক্ষপণকগণ বলেন, — পদার্থ দ্বিবিধ — জীব ও অজীব; জীব চেতন, শরীর-পরিমাণ ও সাবয়ব। ....পৃথিবী প্রভৃতির কারণভূত পরমাণুসকল একবিধ এবং উহাদের পরিণাম হইতেই পৃথিব্যাদি

বিশেষ বিশেষ বস্তু। ইঁহারা কিন্তু স্থির মিলনকর্ত্তা চেতন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চার্বাকগণ বলেন, — পৃথিবী প্রভৃতি ভূতের সহিত শরীররূপাদির সংযোগে চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, যেমন তাম্বূল-পত্র ও চূর্ণ (চূণ) সহযোগে লৌহিত্য (রক্তবর্ণ) জন্মে। শরীর হইতে পৃথক্ জীব নামে কোনও বস্তু জন্মান্তর ফলভাগী হয় না। ইঁহাদের সকলের মতই বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিকৃষ্টতর। সাংখ্য-দর্শনে উক্ত হইয়াছে — প্রকৃতি অচেতন ও ক্রিয়াশীল ; পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও সচেতন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই সকল ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় — তাহাতেই জীবের সংসার। যে সাধক প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথগ্রূপে অবগত হন, তিনি প্রকৃতিপারে বর্ত্তমান অর্থাৎ মুক্ত হন। আবার পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তে শব্দমূলক সৃষ্টির উল্লেখ থাকায় শব্দকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে। পাশুপতগণ শিবকে এবং শাক্তগণ চিন্ময়ী শক্তিকেই পরতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ গোবিন্দেরই পারতম্য স্বীকার না করায় এবং তাঁহারই অংশ-কলাদির অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা করায় (গীতা ৯।২৩-২৫) ইঁহাদিগকে কুমার্গে গমনশীল বলিতে হয়। আবার বেদান্তবাদিগণ জন্মাদি-রহিত (যাস্কোক্ত ছয় বিকারশূন্য), পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন পরাৎপর ব্রহ্মস্বরূপে তোমাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। [সর্ব্বান্তে বেদান্তবাদীদের উল্লেখ থাকায় ইঁহাদের মতই সমীচীন বলিতে হইবে।]

(৩২) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, দেহ (দেহাকারে পরিণত) মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু — সবই তুমি, যেহেতু এই পৃথিবীতে তোমা হইতে অন্য কিছুরই উপলব্ধি হয় না।

(৩৩) হে বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণো)! যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণের তুমিই সকল বস্তু — তুমি অগ্নি, তুমি হবিঃ, স্রুক্, হোতা, মন্ত্র ও ক্রিয়াকলাপ। 'অস্তি' (বর্ত্তমান আছে) এই শব্দে যাহা ব্যবহৃত হয় — তৎসকলই তুমি। তোমা ব্যতিরেকে অন্য কিছুরই সত্তা নাই। আমি তোমারই শরণাগত হইলাম।

(৩৪) যাঁহারা অদৃষ্ট (পুণ্যবিশেষ) জন্য কোনও কর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, সেই কর্মসমাপ্তিমাত্রই যদিও তাঁহাদের স্বর্গাদিপ্রাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি ক্রিয়াক্ষয়ে (জন্মান্তরেও) তুমিই তাঁহাদিগকে কর্মফল দান কর। তুমিই সকল প্রাণীর মর্য্যাদাধারক — তোমারই শরণ লইলাম।

(৩৫) যুবতিগণ যেমন যুবকে এবং যুবকগণ যেমন যুবতিতে সমাসক্ত-চিত্ত হয় — তদ্রূপ তোমাতেই আমার মন সর্বদা সংলগ্ন থাকুক।

(৩৬) হে হরে! অনন্যচিত্তে তোমাকে ভজন করিলে মানব পাপী ও দুরাচার হইলেও কিন্তু যমকিঙ্করগণ তাহাকে দেখিতে পায় না; যেমন পেচকগণ সূর্য্যকে দেখিতে পায় না।

(৩৭) হে নাথ! যাবৎকাল পর্য্যন্ত মানব ভক্তি-ভরে তোমার চরণ-কমল আশ্রয় করে না, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় এবং পাপরাশি তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহাকে পীড়িত করে। বজ্র-বিদ্যুৎপাত-বর্ষাদি হইতে উত্থিত পীড়াই আধিদৈবিক। ব্যাঘ্র, মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ হইতে উদ্ভূত তাপই আধিভৌতিক। আর আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ — শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রভৃতির বৈষম্যহেতু তাপ শারীর এবং কাম-ক্রোধাদি হইতে সমুত্থিত তাপই মানস।

(৩৮) শুক্লকৃষ্ণাদি বা সাত্ত্বিক-রাজসিকাদি গুণধর্ম,— গোত্র, মনুষ্যত্ব, দেবত্বাদি জাতিধর্ম এবং করচরণাদি শরীরধর্ম যাঁহাকে স্পর্শ করে না — যিনি আকাশবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ যাঁহাকে স্পর্শ (অভিভব) করে না — অথচ পুত্রকলত্রাদির সংযোগ-রহিত এবং শরীরাদি বিষয়ে আস্থা-বিশেষরূপ মোহনির্মুক্ত যতিগণ যাঁহাকে স্পর্শ (প্রাপ্তি) করেন — সেই ভগবান্ প্রত্যগ্রূপ হরিকে প্রণাম করি।

(৩৯) যতিগণ স্থূল পৃথিব্যাদি তত্ত্বকে তাহার কারণে অর্থাৎ ভূতসূক্ষ্ম গন্ধ প্রভৃতিতে; ঐ কারণকে, আবার আদিকারণ অনিচ্ছাযুক্ত ব্রহ্মে এবং

তাহাকেও করণ-কারণ-বর্জিত শুদ্ধ পরব্রহ্মে বিলীন করিয়া যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেই স্বচ্ছনিবিড় জ্ঞানস্বরূপ হরি, তোমাকে নমস্কার করি।

(৪০) আত্মারাম মুনিগণ যাঁহার ধ্যানরূপ বশীকরণচূর্ণ-প্রয়োগে বশীকৃত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বথা স্বাধীনস্বরূপ সুন্দর গুণযুক্তা, সর্বতরঙ্গ-(অশনাদি) রহিতা মোক্ষলক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়া সুখে শয়ন করে অর্থাৎ যে ব্রহ্মের ধ্যানমাত্র মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, সেই মুনিসেবিত হরিকে নমস্কার করি।

(৪১) জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ — এই ছয় ভাববিকার যে ব্রহ্মতত্ত্বে কদাপি সম্ভবে না; যাঁহাতে ক্ষুৎপিপাসা, শোক, মোহ ও জন্ম-মৃত্যুরূপ ছয়টি তরঙ্গও বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কামাদি-দোষ-সমূহও যাঁহাকে কখনও পীড়িত করে না— সেই অন্তর্য্যামী বিশুদ্ধ বাসুদেবকে প্রণাম করি।

(৪২) যে ব্রহ্মতত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশনে পরমাত্মায় অজ্ঞান ও অনাত্মার আত্মভ্রমাদিরূপা অবিদ্যার সমূলে বিনাশ হয় — যাঁহার প্রকাশরূপ অগ্নিতে জগৎ দগ্ধ হয় অর্থাৎ যাঁহার সাক্ষাৎকারে সংসার নিরস্ত হয় এবং যাঁহার প্রকাশরূপ উজ্জ্বল খড়্গ আত্মবিষয়ক সংশয়চ্ছেদনে সুনিপুণ — সেই স্বচ্ছজ্ঞানঘন হরি, তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

ফলশ্রুতি

(১) যেমন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণিসমূহ শ্রীহরির সম্মুখে বিরাজ করে, তদ্রূপ এই সত্যবলে আমার সম্মুখেও শ্রীহরি বিরাজমান হউন। (২) যেমন নারায়ণই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগৎ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান — এই সত্যবলে দেব কেশব আমাকে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাউন। (৩) হরিতে যেমন আমার ভক্তি আছে — তাহা হইতেও অত্যধিকতর পরিমাণে যদি আমার গুরুতে নিষ্ঠা থাকে, তবে এই সত্যবলে হরি আমার সাক্ষাৎকার হউন। (৪) তাঁহার এবম্বিধ সত্যশপথের অধিক ভক্তিবিষয়ে চিন্তার ফলে পুরুষোত্তম সম্যক্প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন-

CALCUTTA

[illegible]দান করিলেন। ([illegible]) তাঁহাকে বর দিয়া, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া ও [illegible]-পর তুষ্ট হইয়া কমলাকান্ত অন্তর্ধান করিলেন। (৬) সেই নারায়ণপরায়ণ ব্রাহ্মণও কৃতকৃত্য হইয়া শিষ্যগণের সহিত সেই স্তোত্র পাঠ করিয়া করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। (৭) যিনি এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবেন এবং যিনি শ্রবণ করিবেন — সেই মানব অশ্বমেধযজ্ঞের অধিক ফল প্রাপ্ত হইবেন। (৮) ব্রাহ্মণ আত্মবিদ্যার প্রবোধলাভ অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি করেন, সদাকালের জন্য পাপ-শূন্য হন এবং কোনও অমঙ্গল দর্শন করেন না। (৯) সকল মানবই এই স্তোত্রের কীর্ত্তন করিয়া মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য লাভ করেন। (১০) যে-জন তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে অর্থবিচার-পূর্ব্বক এই স্তোত্র জপ (পাঠ) করেন — তিনি সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া এই জগতে বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। (১১) তিনি বাঞ্ছিত বস্তু-সমূহ, অত্যুত্তম পুত্রাদি, দীর্ঘায়ুঃ, বল, বীর্য্য প্রভৃতি লাভ করেন — যিনি এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করেন। (১২) সহস্র তিলপাত্র ও সহস্র গোদান করিয়া যে ফললাভ হয় — যিনি এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবেন, তিনি ঐ ফলই লাভ করিবেন। (১৩) সেই লোক ধর্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের যাহা যাহা প্রার্থনা করেন — তাহা তাহাই অচিরাৎ পাইবেন। (১৪) এই স্তুতি শ্রবণ করিলে মানবগণের আচার, বিনয়, ধর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা এবং অত্যুত্তম নীতি-বিষয়ে নিত্যই বৃদ্ধি থাকে। (১৫) মহাপাতক-যুক্তই হউক, কিম্বা সর্বপাতকযুক্তই হউক, একবারমাত্র এই স্তোত্র পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধাত্মা হইয়া যায়। (১৬) সন্তান, লক্ষ্মী (শোভা, সম্পত্তি) যশঃ, কীর্ত্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষতঃ বর্দ্ধিত হয়। দুষ্ট-গ্রহশান্তি, সর্ব্ব অশুভ বিনাশ, সর্ব্বব্যাধিনাশন ও সর্ব্ব-অরিষ্টক্ষয় হয়। ইহাই পথ্য (হিতকরী) বলিয়া জানিবে। (১৭) দ্বিজাতিগণ দুর্গতির ত্রাণকারক এই স্তোত্র অবশ্য পাঠ করিবে — নক্ষত্রগ্রহপীড়ায়, রাজভয় কিম্বা দৈবভয়ে,

অগ্ন্যুৎপাত কিম্বা চৌরভয় হইলে সর্ব্বদাই এই স্তোত্র পাঠ করা উচিত। (১৮-১৯) তখন আর সিংহ বা ব্যাঘ্রের ভয় থাকে না, কোনও অভিচারেরও শঙ্কা নাই; প্রেত, ভূত বা পিশাচ হইতে কিম্বা রাক্ষস অথবা পূতনা, কুষ্মাণ্ডক প্রভৃতি যাবতীয় বিঘ্ন হইতে আর ভয় থাকে না। (২০) এই স্তব পঠিত হইলে মানবের আর কোনও ভয় থাকে না; বাসুদেবের পূজা করিয়া যিনি এই স্তব পাঠ করেন — তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাতকে আর লিপ্ত হন না। (২১) এই পুণ্যজনক স্তোত্র পাঠ করিলে গঙ্গাদি সর্বতীর্থে স্নানের সমান ফল প্রাপ্তি হয়। (২২) একবার, দুইবার কিম্বা ত্রিকাল যিনি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি সর্বদা সর্বকার্যে অক্ষয় সুখ প্রাপ্তি করেন। (২৩) সাঙ্গ চারি বেদ তিনবার পাঠ করিলে যে ফল প্রোক্ত হয়— এই স্তোত্র একবার পাঠ করিয়াও মানব সেই ফল লাভ করেন, তিনি অক্ষয় ধন লাভ করেন এবং স্ত্রীবল্লভ হন। (২৪) এই স্তুতির শ্রদ্ধাভরে সম্যক্ স্মরণেও এই লোকে পূজ্য হয়েন এবং সর্বদা, সর্বসম্পদ্-যুক্ত হইয়া আর বিপদে পতিত হয়েন না। (২৫-২৬) যিনি নিত্য এই স্তোত্র কীর্ত্তন করেন — তাঁহার কখনও গোধন নাশ হয় না। ভক্তগণ এই স্তব সম্যক্ শ্রবণ করিলে অলক্ষ্মী, যমদৃষ্টি, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি সমস্তই নাশ হয়। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তদ্গতচিত্তে ও পবিত্রভাবে এই স্তবপাঠ করেন, তিনি অক্ষয় সুখ লাভ করেন এবং শেষে ইহলোকে ও পরলোকে অক্ষয় সুখভোগ করিতে পারেন। (২৭-২৮) দেবগণ-প্রণীত, বিষ্ণুপ্রীতিকর, মঙ্গলময়, বিষ্ণুপ্রসাদজনক, ও বিষ্ণুদর্শন-কারণ 'যোগসার'-নামক এই পরম পাবন স্তোত্রটি যিনি সতত ভক্তিভরে পাঠ করেন — তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। (২৯) এই আমি তোমাকে পরম পবিত্র পুণ্যকর স্তোত্র বলিলাম — অতঃপর পিশাচমুক্তির কথা বলিব।

শ্রীমদ্ গুরবে সমর্পণমস্তু।